বেনীগোরোদ (মস্কোর নিকট), রাশিয়া
16 ই জুন 2014

বাণী সংখ্যা 276

মানসিক অনুবন্ধন ঃ প্রথম।

এখান থেকে আগের বানীগুলোতে এক-এক করে বিভিন্ন মানসিক অনুবন্ধনের উপর স্বাধ্যায় করা যাক।

শুরুতেই, 'সমস্যা সমাধান'-এর অনুবন্ধন কে নেওয়া যাক। এই 'সমস্যা-সমাধান'-এর প্রক্রিয়াকে যোগের দৃষ্টিতে দেখা যাক অর্থাৎ বিভাজন মুক্ত বা পূর্ণ সজাগতার সঙ্গে দেখা যাক। এর অর্থ হোল দ্রষ্টা বিহীন দর্শণ, যেখানে আমিত্বের লেশ মাত্র নেই, যেখানে আত্মকেন্দ্রিক বিচার নেই। এর অর্থ আমাদের অন্তর-জগতে বোধশক্তির সেই ক্ষমতা আছে যাতে দ্রষ্টা আর দৃশ্যের মধ্যে বিভাজন রহিত দর্শন হতে পারে, যাতে দর্শন সম্পূর্ণ ভাবে হতে পারে। আর এটাই সেই সর্বব্যাপী এবং সর্বজ্ঞ ভগবত্তা সত্ত্বার উদ্‌ঘাটনও বটে। এই ভগবত্তা পরস্পর বিপরীত থেকে মুক্ত অস্তিত্বময় উর্জা আর এ কখনো অতীতের পূর্বাগ্রহ এবং ভবিষ্যতের কল্পনায় থাকা ক্ষুদ্র আর বিভেদকারী চিত্ত "আমি"-র হতে পারে না। এই 'আমি'-ই মন আর মন-ই 'আমি'। প্রযুক্তি এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মন উপযোগী। কিন্তু অর্ন্তজগতে এই আমি জীবনের শত্রু। জীবনের সত্যতা এবং প্রেমের জন্য মন আতঙ্কবাদীর মত, কিন্তু সত্য আর প্রেমই হোল ভগবত্তা, আর এই ভগবত্তার বিভেদকারী মনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

ছোটবেলা থেকেই 'সমস্যা সমাধান' আমাদের কাছে পূর্বাগ্রহ হয়ে যায়। আমাদের মা-বাবা বা গুরুজনেরা অথবা বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন সংস্থা বা অনুসন্ধান কেন্দ্রের শিক্ষক ওঁদের দ্বারা বর্হিজগতের প্রত্যেক প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রের সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের প্রশিক্ষিত করা হয় আর এটা অত্যন্ত উপযোগী। প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে মানুষের প্রগতির উন্নতি এবং বিকাশ এই প্রশিক্ষনের ফলে সম্ভব হয়।
এবার দেখা যাক এই 'পূর্বাগ্রহ' আমাদের অর্ন্তজগতের সমস্যা বা মানসিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সত্যিই কি উপযোগী? বর্হিজগতে অর্থাৎ প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে 'সমস্যা-সমাধান কর্তা' আর 'সমস্যা' এতে দ্বৈত আছে। ওতে একজন কর্তা আছে আর দ্বিতীয় হোল 'বস্তু', যার উপর কাজ করা হয়। এই ভাবে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে অথবা কোন বিশেষজ্ঞ বা প্রশিক্ষকের সাহায্যেও তার সমাধান করা যেতে পারে।

কিন্তু অর্ন্তজগতের পরিপ্রেক্ষিতে, সমস্যার সমাধানকর্তা এবং সমস্যা দুটো একই, 'আমি' সমস্যার সঙ্গে যুক্ত অথবা 'আমি' সমস্যা থেকে মুক্ত, এই রকম বলা ঠিক নয়, কেননা "আমি"-ই সমস্যা।

চিত্তবৃত্তির সমস্যা আর চিত্ত অর্থাৎ 'আমি', দুটো একই, এটা কখনোই দুই নয়। সমস্যাই আমাদের সামনে 'আমি' কে তুলে ধরে আর এই আমিই হোল আসলে বিভাজন, অর্থাৎ মিথ্যা, যে কিনা সমস্যাকে বাঁচিয়ে রাখার কাজে সহযোগিতা করে আর ঠিক এই সময়েই তথাকথিত গুরু, ধার্মিক পন্থ, এবং সম্প্রদায়, ধ্যান এবং যোগ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক দোকান চালানো ঠগ এবং তথাকথিত মনোবিশেষজ্ঞের প্রবেশ ঘটে যে আমাদের মনকে বিশ্লেষণ করতে শেখায়। কিন্তু এতে কেবল বিভ্রান্তিরই উৎপত্তি হয় কেননা এখানে বিশ্লেষকও মন আর বিশ্লেষ্যও মন। অর্থাৎ বিশ্লেষক এবং বিশ্লেষ্যর মধ্যে কোন দ্বৈত নেই বা পার্থক্য নেই।

এই সম্পূর্ণ স্থিতির উপর পূর্ণ সজাগতা সম্ভব কি? অখন্ড চৈতন্যের অর্ন্তদৃষ্টির খোঁজ সম্ভব কি? কাউকে অনুকরন কোরোনা। খুঁজে দেখ এবং প্রস্ফুটিত হও।

।। জয় প্রস্ফুটন।।